দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 7.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 1 ...

004

দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন

বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট-এর মাধ্যমে সদাশয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বি,এড প্রশিক্ষণ চালু করিবার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবার ফলে আমরা বাংলাদেশের নিপীড়িত মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ইতিমধ্যে আমরা প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রথম সেমিষ্টার পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছি। আগামী জুন মাসে দ্বিতীয় সেমিষ্টার পরীক্ষা এবং সামার স্কুল কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তথা বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকের আর্থিক অনটনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সদাশয় সরকার এইরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম সেমিষ্টার পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ এবং তৎপূর্বে ভর্তি, সেমিষ্টার ফি এবং ২য় সেমিষ্টারের প্রারম্ভে গৃহীত যাবতীয় খরচপত্রসহ এই পর্যন্ত প্রায় বার-তের শত টাকা আমাদের খরচ হইয়া গিয়াছে। দুইটি সামার স্কুলের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ খরচপত্রাদীসহ উক্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে আমাদের প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর প্রায় সাত/আট হাজার টাকা খরচ হইয়া যাইবে। ওদিকে দুই বৎসর-এর অধিক সময়ের পর আমরা হয়ত এই প্রশিক্ষণের সুবিধাদী লাভ করিতে পারিব। নিয়মিত পরীক্ষার্থীগণ স্কুল হইতে বেতন লাভ করিবার পরও সরকারী ষ্টাইপেণ্ড লাভ করিয়া থাকেন। তাহাদের দশ মাসের প্রশিক্ষণকালীন সময়েও এই পরিমাণ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগকে সরকারী কোন প্রকার ষ্টাইপেণ্ড না দিয়া বরং আরও আর্থিক দণ্ড দানের সামিল বিভিন্ন খরচ প্রদান আমাদিগকে করিতে হইতেছে। তাই সদাশয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাননীয় চ্যান্সেলার সাহেবের নিকট আবেদন, আমাদের সকল প্রকার সেমিষ্টার খরচ মওকুফ করিয়া এবং পরীক্ষা ও সামার স্কুল চলাকালীন সময়ে দৈনিক কমপক্ষে ১০০ টাকা ষ্টাইপেণ্ড প্রদান করিয়া আমাদের আর্থিক অনটন লাঘব করিতে আশাকরি সংশ্লিষ্ট সকলেই দয়াবান হইবেন। অবশ্য এতদবিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিধিমালা প্রয়োগও আমাদের কাম্য এবং গ্রহণযোগ্য হইবে।

মোঃ দেলওয়ার হোসেন বি, এড, প্রশিক্ষণার্থী বাইড।